বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লী আলা রাছুলিহিল কারীম।

প্রকাশকের কথা ঃ

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লী আলা রাছুলিহিল কারীম।

কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াছ মোতাবেক নবী করিম রাউফুর রাহীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর মিলাদ বা বেলাদত বর্ণনা করা ছুন্নাত এবং বেলাদাত শরীফ বর্ননাকালে কিয়াম করে ছালাতও ছালাম পাঠ করা মোস্তাহসান বা মোস্তাহাব। কেউ অস্বীকার করলে বা নাজায়েয বললে মিলাদ কিয়াম করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এ সম্পর্কে বহু কিতাবে উল্লেখ আছে এবং পৃথকভাবে মিলাদ কিয়ামের উপর নির্ভরযোগ্য তিন শতাধিক কিতাব ও লেখা হয়েছে। ৬০৪ হিজরীতে সর্বপ্রথম কিতাব লিখা হয় "আত্‌তানভীর ফি মিলাদিল বাশীরিন নাজির"। লেখক ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ওমর ইবনে দিহ্‌ইয়া আল মাগরেবী (রহঃ)। এরপর মিলাদও কিয়াম নিয়মিত চালু হয় এবং ইমাম তকিউদ্দিন সুবুকী (রহঃ)-এর সময় (৭২৮ হিজরী) থেকে আরব জাহানের সর্বত্র চালু হয় ও উলামাগনের ইজমা হয়ে যায়। পরবর্তী কালে ইমাম শাহাবুদ্দীন কাস্তলানী মুসান্নিফ মাওয়াহিব, ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী শারেহে বুখারী, ইমাম ইবরাহীম হালাবী হানাফী, আল্লামা নবভীর ওস্তাদ ইমাম আবু শামা প্রমূখ মনিষীগন মিলাদ কিয়ামের পক্ষে কিতাব রচনা করেন। পরবর্তীকালে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি, মোল্লা আলী ক্বারী শারেহে মিশকাত, ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী মক্‌কী, ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদ আলফে সানী- প্রমুখ অলী বুজুর্গ ও উলামাগন মিলাদ কিয়াম সমর্থন করে কিতাব লিখেন। এরপর মক্কা, মদিনা, জিদ্দা, হাদিদাহ- প্রভৃতি স্থানের শীর্ষস্থানীয় মুফতীগন মিলাদ কিয়ামের পক্ষে ফতোয়া প্রচার করেন। পাকভারত উপমহাদেশের মুফতীগনও এ

www.sunnibarta.com

ব্যাপারে পৃথকভাবে ফতোয়া লিখেন। এমনকি- দেওবন্দী কোনো কোনো উলামাগনও মিলাদ কিয়ামের পক্ষে ফতোয়া দেন। অত্র পুস্তিকায় সংক্ষিপ্তভাবে ঐ সব ফতোয়ার বঙ্গানুবাদ পেশ করা হয়েছে- যাতে বাংলা ভাষাভাষী উলামা, ফোজালা ও জনসাধারন এ বিষয়ে অবগত হতে পারেন এবং বর্তমানে ওহাবী ফের্কার মোকাবেলা করতে পারেন। সুন্নী মুসলমানগণ এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা সাথে রাখলে মিলাদ কিয়াম বিরোধীরা তাদেরকে ধোঁকা দিতে পারবেনা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সুন্নী ফাউন্ডেশন ও সুন্নী গবেষণাকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ পুস্তিকাখানি প্রকাশ করার ইচ্ছে করেছে। এর দ্বারা মুসলমানগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। এই পুস্তিকার তথ্য সংগ্রহে মাওলানা হুমায়ুন কবির যে পরিশ্রম করেছেন- সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি বৃহদাকারে কিতাব প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আল্লাহ তাঁকে সার্বিক সাহায্য করুন। আমিন। পুস্তিকাখানি পূনঃবিন্যস্ত ও পরিমার্জিতরূপে প্রকাশ করা হলো।

পুস্তিকার প্রথম পরিচ্ছেদে থাকবে মক্কা ও মদিনা শরীফের এবং জেদ্দার উলামাগণের ফতোয়া। তারপর প্রাচীনকালের ইমামগণের ফতোয়া ও নামের তালিকা। তারপর পাকভারতের উলামাগণের ফতোয়া। তারপর অন্যান্য মুফতীগণের নাম ও ফতোয়া। তারপর দেওবন্দী উলামাদের অভিমত।

সুন্নী ফাউন্ডেশন ও সুন্নী গবেষনা কেন্দ্র -এর পক্ষে
অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল

BANGLADESH JUBOSENA

www.sunnibarta.com